জাতীয় সংসদ নির্বাচন অগ্রাধিকার
অতীব জরুরি

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নং-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০২০.২৩-৭৫১

তারিখঃ ১১ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ / ২৬ নভেম্বর ২০২৩

পরিপত্র-৪

বিষয় : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীদের সম্ভাব্য নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য তহবিলের সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী দাখিল, প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যয় ও ব্যয় সম্পর্কিত বাধা নিষেধ, সম্ভাব্য তহবিলের উৎস দাখিল না করার অপরাধে শাস্তি এবং নিষিদ্ধ কার্যক্রম প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ

উপর্যুক্ত বিষয়ে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময়সূচি জারী হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু কার্যক্রম জরুরি ভিত্তিতে সম্পন্ন করতে হবে। নির্দেশনা অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এ পরিপত্রে উল্লিখিত কাজগুলো প্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পন্ন করতে হবে।

২। **নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য তহবিলের সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী দাখিল**: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৪৪কক অনুচ্ছেদ এবং নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮-এর ২৯ বিধি অনুসারে প্রত্যেক প্রার্থী 'ফরম ২০' এ মনোনয়নপত্রের সাথে নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য তহবিলের সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করতে হবে। উক্ত বিবরণীতে নিম্নোক্ত বিষয়াবলীর উল্লেখ থাকতে হবে, যেমন:

(ক) নিজ আয় হতে যে অর্থের সংস্থান করা হবে এবং উক্ত আয়ের উৎস;
(খ) নিজ আত্মীয়-স্বজনের নিকট হতে ঋণ গ্রহণ করা বা তাদের স্বেচ্ছায় প্রদত্ত দান বাবদ প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ এবং তাদের আয়ের উৎস;
(গ) কোন ব্যক্তির নিকট হতে ঋণ গ্রহণ করা বা স্বেচ্ছায় প্রদত্ত দান বাবদ প্রাপ্ত অর্থ;
(ঘ) কোন প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল অথবা অন্য কোন সংস্থা হতে স্বেচ্ছা প্রদত্ত দান বাবদ প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ;
(ঙ) অন্য কোন উৎস্য হতে প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ।

ব্যাখ্যাঃ ৪৪কক (১) অনুচ্ছেদে সংশ্লিষ্ট দফায় "আত্মীয় -স্বজন" বলতে স্বামী, স্ত্রী, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, ভাই এবং বোন বুঝাবে।

৩। **প্রার্থীর সম্পদ ও দায় এর বিবরণী এবং তাঁর বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল:** আদেশের ৪৪কক অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুসারে তহবিলের সম্ভাব্য উৎসের বিবরণীর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে তার সম্পদ ও দায় এর বিবরণী এবং তার বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের বিবরণী নির্ধারিত 'ফরম-২১' এ মনোনয়ন পত্রের সাথে সংযুক্ত করে দাখিল করতে হবে এবং তার সর্বশেষ দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নের অনুলিপিও উক্ত বিবরণীর সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

৪। **তহবিলের সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী এবং সম্পদ দায়ের বিবরণী ও রিটার্নের অনুলিপি নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ:** ৪৪কক অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুসারে নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী, সম্পদ ও দায়ের বিবরণী এবং বার্ষিক আয়-ব্যয়ের বিবরণীও সর্বশেষ দাখিলকৃত রিটার্নের কপি রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করার সাথে সাথে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে উল্লিখিত বিবরণী এবং রিটার্নের অনুলিপি রেজিস্টার্ড ডাকযোগে নির্বাচন কমিশনের বরাবরে প্রেরণ করতে হবে।

৫। **সম্পূরক বিবরণী দাখিল:** ৪৪কক অনুচ্ছেদের (৪) দফা অনুসারে দাখিলকৃত 'ফরম-২০' এ বিবরণীতে বর্ণিত উৎস ব্যতিরেকে অন্য কোন উৎস হতে অর্থ প্রাপ্ত হলে সেক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে নির্বাচনী রিটার্নের সাথে উক্তরুপ প্রাপ্ত অর্থ এবং যে উৎস হতে অর্থ প্রাপ্ত হয়েছেন তা উল্লেখপূর্বক একটি সম্পূরক বিবরণী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করতে হবে। উক্ত সম্পূরক বিবরণী রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করার সাথে সাথে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে উক্ত সম্পূরক বিবরণীর অনুলিপি রেজিস্টার্ড ডাকযোগে নির্বাচন কমিশনের বরাবরেও প্রেরণ করতে হবে।

অফিসের ঠিকানাঃ
নির্বাচন ভবন, প্লট নং-ই-১৪/জেড, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

যোগাযোগঃ
ফোন ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৬০০ ফ্যাক্স ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৫১৫
ই-মেইলঃ secretary@ecs.gov.bd ওয়েব এড্রেসঃ www.ecs.gov.b

৬। **প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যয় ও ব্যয় সম্পর্কিত বাধা নিষেধ:** কোন প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যয়ের পরিমাণ, ব্যক্তিগত খরচ, রাজনৈতিক দল কর্তৃক খরচ, অর্থ ব্যয়ের ধরন ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিভিন্ন বিধান রয়েছে। নিম্নে তা ধারাবাহিকভাবে দেয়া হলো:

(১) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ৪৪খ অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত অর্থের সীমার অতিরিক্ত কোন অর্থ কোন ব্যক্তি অনুরূপ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে পরিশোধ করতে পারবেন না।

(২) আদেশের ৪৪খ অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুসারে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি এজেন্ট ব্যতীত কোন ব্যক্তি এরূপ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনের জন্য অর্থ ব্যয় করতে পারবেন না, তবে কোন ব্যক্তি নির্বাচনি এজেন্টের নিকট হতে লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলে উক্ত অর্থ মনিহারী দ্রব্যাদি ও ডাক টিকিট ক্রয়, টেলিফোন এবং অন্যান্য ছোটখাটো খরচ বাবদ ব্যয় করতে পারবেন।

(৩) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৪৪খ (৩) অনুচ্ছেদের বিধান মতে কোন প্রার্থী যে রাজনৈতিক দল হতে মনোনয়ন পাবেন তার জন্য উক্ত রাজনৈতিক দল কর্তৃক কৃত খরচসহ তার নির্বাচনি ব্যয় **পঁচিশ লক্ষ** টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। তবে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যয় নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ভোটার প্রতি হারে হবে। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশন প্রজ্ঞাপন দ্বারা ভোটার প্রতি ব্যয়ের পরিমাণ ১০ (দশ) টাকা নির্ধারণ করেছেন। এ বিষয়ে ইতোমধ্যে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ভোটার প্রতি নির্বাচনি ব্যয় যাই নির্ধারিত হোক না কেন কোন নির্বাচনি এলাকায় মোট নির্বাচনি ব্যয় **পঁচিশ লক্ষ** টাকার উর্ধ্বে হবে না। উক্ত অনুচ্ছেদের (৩ক) দফায় উল্লেখ রয়েছে যে, নির্ধারিত উক্ত অর্থ এবং এর অংশ বিশেষ নিম্নলিখিত কোন কাজের জন্য খরচ করা যাবে না:

(ক) একের অধিক রং বা কালি ব্যবহার করে পোস্টার মুদ্রণ; অথবা

(খ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত বা কমিশন কর্তৃক নির্দিষ্ট সাইজ হতে বৃহৎ সাইজের পোস্টার মুদ্রণ;

(গ) ৪০০ বর্গফুট-এর অধিক স্থান নিয়ে কোন প্যান্ডেল স্থাপন; অথবা

(ঘ) কাপড়ের তৈরি কোন ব্যানার ব্যবহার করা; অথবা

(ঙ) কোন নির্বাচনি এলাকায় একই সময়ে ৩(তিন)-এর অধিক মাইক্রোফোন বা লাউড স্পীকার ব্যবহার; অথবা

(চ) ভোটগ্রহণের দিনের ৩(তিন) সপ্তাহের পূর্ববর্তী যে কোন সময়ে যে কোন উপায়ে কোন প্রকার নির্বাচনি প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ; অথবা

(ছ) কোন নির্বাচনি এলাকার প্রতিটি ইউনিয়নে একাধিক বা পৌর এলাকা/ সিটির প্রতি ওয়ার্ডে একাধিক নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন; অথবা নির্বাচনি এলাকায় একাধিক কেন্দ্রীয় নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন ; অথবা

(জ) ভোটারদের কোন প্রকারের আপ্যায়ন করা; অথবা

(ঝ) শোভাযাত্রা বা মিছিল করার জন্য স্থলযান বা জলযান যথাঃ- ট্রাক, বাস, কার, ট্যাক্সি, মোটর সাইকেল ও স্পীডবোট ব্যবহার; অথবা

(ঞ) কোন ভোটকেন্দ্রে বা ভোটকেন্দ্র হতে ভোটারদের আনা নেয়ার জন্য কোন ধরনের যানবাহন বা জলযান ভাড়া করা বা ব্যবহার করা; অথবা

(ট) বিদ্যুৎ এর সাহায্যে যে কোন রকম আলোকসজ্জাকরণ; অথবা

(ঠ) একের অধিক রং বা কালি দ্বারা প্রস্তুতকৃত প্রার্থীর প্রতিকৃতি বা প্রতীকের ব্যবহার; অথবা

(ড) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত আকার অপেক্ষা বৃহত্তর আকারের নির্বাচনি প্রতীকের প্রদর্শনী; অথবা

(ঢ) নির্বাচনি প্রচারাভিযানের উদ্দেশ্যে কোন কালি বা রং বা তুলি বা যে কোন কিছুর দ্বারা কোন লিখন বা এ জাতীয় কোন লিখন বা বিজ্ঞাপন ব্যবহার; অথবা

(ণ) নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রতীক হিসাবে জীবন্ত প্রাণী ব্যবহার; অথবা

(ত) ভোটগ্রহণের দিন নির্বাচনি ছাউনি স্থাপন।

৭। **নির্বাচনি প্রতীক, পোস্টার ও পোট্রেট এর সাইজ:** এখানে উল্লেখ্য যে, প্রদর্শনীর জন্য নির্বাচনি প্রতীকের সাইজ, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা তিন মিটারের অধিক হবে না এবং পোস্টার সাদা-কালো রঙের ও আয়তন অনধিক ৬০ (ষাট) সেন্টিমিটার × ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) সেন্টিমিটার এবং কাপড় ব্যতীত ব্যানার সাদা-কালো রঙের ও আয়তন অনধিক ৩ (তিন) মিটার × ১ (এক) মিটার হতে হবে এবং পোস্টারে বা ব্যানারে প্রার্থী তার প্রতীক ও নিজের ছবি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির ছবি বা প্রতীক ছাপাতে পারবেন না মর্মে আচরণ বিধিমালায় বিধান রয়েছে **[সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৭ উপবিধি (৩) ও (৭)।]**

৮। **নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য সম্ভাব্য উৎস এবং নির্বাচনি ব্যয় সংক্রান্ত বিধানাবলী লংঘনের অপরাধ ও শাস্তি:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৪৪কক অনুচ্ছেদের অধীন প্রার্থী কর্তৃক দাখিলকৃত বিবরণী বা সম্পূরক বিবরণীতে উল্লিখিত উৎস ব্যতীত অন্য কোন উৎস হতে নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহ করলে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ৭৩ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ৪৪খ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কতিপয় বিধান যেমন নির্বাচনি এজেন্ট ব্যতীত অন্য কারও মাধ্যমে অর্থ খরচ, নির্বাচনি ব্যয়ের জন্য নির্ধারিত সীমা অতিক্রম ইত্যাদি বিধান লংঘন করলে আদেশের ৭৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংগঠিত হবে। অপরপক্ষে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ৪৪খ অনুচ্ছেদের (৩ক) ও (৩খ) দফার কোন বিধান লংঘনপূর্বক ব্যবহৃত কোন অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক কৃত (৩) দফায় উল্লিখিত পরিমাণের অধিক নির্বাচনি খরচ বলে গণ্য হবে এবং তা অনুচ্ছেদ ৪৪খ এর লংঘন বলে গণ্য হবে। ৭৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ৪৪কক বা ৪৪গ এর বিধানাবলী পালন করতে ব্যর্থ হলে অর্থাৎ নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী মনোনয়নপত্রের সাথে দাখিল না করলে অথবা নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন ফলাফল প্রকাশের ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে না করলে বা এ সংক্রান্ত নিয়মাবলী পরিপালন না করলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে।

৯। **সম্ভাব্য ব্যয়ের উৎসসহ বিভিন্ন বিবরণী ও রিটার্ন জমা না দেয়া বা এ সংক্রান্ত অপরাধের শাস্তি:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৭৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ৪৪কক অনুচ্ছেদের অধীন দাখিলকৃত বিবরণীতে বর্ণিত উৎস ব্যতীত অন্য কোন উৎস হতে নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহ করলে বা ৪৪খ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিধান যেমন-নির্বাচনি এজেন্ট ব্যতীত অন্য কারও মাধ্যমে অর্থ খরচ করা, নির্বাচনি ব্যয়ের সীমা অতিক্রম বা কতিপয় নিষিদ্ধ কার্যক্রম গ্রহণ করলে অন্যূন ২(দুই) বৎসর ও অনধিক ৭(সাত) বৎসরের কারাদন্ডে এবং অর্থ দন্ডেও দন্ডিত হতে পারে। অন্যদিকে আদেশের ৭৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী ও ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল না করলে অথবা এ সংক্রান্ত বিধি-বিধান পরিপালন না করলে দুর্নীতিমূলক অপরাধ বলে গণ্য হবে এবং এর জন্য অন্যূন ২(দুই) বৎসর ও অনধিক ৭(সাত) বৎসরের কারাদন্ড এবং অর্থ দন্ডেও দন্ডিত হতে পারে।

১০। **নিষিদ্ধ কার্যক্রম প্রতিকারের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার করণীয়:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৮৭ক এর দফা (১) অনুসারে যে কোন পুলিশ কর্মকর্তা অথবা নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনকারী আইন প্রয়োগকারী সংস্থার যে কোন সদস্য যখনই বা যেখানে তিনি এতদসম্পর্কে জানিতে পারেন বা তার নজরে আসে তখন এবং সেই খানেই নিম্নলিখিত বস্তু বা কার্যক্রম অপসারণ করবেন বা অপসারণ করার জন্য নির্দেশ দিবেন-

(ক) একের অধিক রং বা কালি দ্বারা প্রস্তুত প্রার্থীর প্রতিকৃতি বা প্রতীকের ব্যবহার অথবা বিধি দ্বারা নির্ধারিত বা নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত আকার অপেক্ষা বৃহত্তর আকারের পোস্টার বা প্রতীক;

(খ) প্রার্থী কর্তৃক কোন গেট বা তোরণ অথবা কোন ঘেরা (প্রতিবন্ধক);

(গ) ৪০০ বর্গফুট-এর অধিক স্থান নিয়ে কোন প্যান্ডেল;

(ঘ) কোন প্রার্থী কর্তৃক নির্বাচনি এলাকায় একই সময়ে ৩(তিন)-এর অধিক মাইক্রোফোন বা লাউড স্পীকার ব্যবহার করা;

(ঙ) কোন নির্বাচনি এলাকার প্রতিটি ইউনিয়নে একাধিক বা পৌর এলাকা/ সিটির প্রতি ওয়ার্ডে একাধিক নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস; অথবা নির্বাচনি এলাকায় একাধিক কেন্দ্রীয় নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস;

(চ) নির্বাচনের প্রচারণার অংশ হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক বিদ্যুৎ এর সাহায্যে যে কোন রকম আলোকসজ্জা;

(ছ) কোন প্রার্থীর জন্য বিজ্ঞাপনের পন্থা হিসেবে কালি বা অন্য যে কোনভাবে কোন দেওয়াল, দালান, থাম, সেতু, যানবাহন বা জলযানে, অথবা প্রার্থীর মালিকানায় নয় বা এইরূপ বিজ্ঞাপনের জন্য নির্দিষ্ট নয় এই প্রকার যে কোন স্থানে, লিখন।

১১। **নিষিদ্ধ কার্যক্রম প্রতিকারের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৮৭ক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী উল্লিখিত বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যগণ এবং রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারগণ যথাযথ দায়িত্ব পালন করবেন। রিটার্নিং অফিসার হিসেবে আপনি অনুগ্রহপূর্বক আইনের উপরোক্ত অনুচ্ছেদসমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে স্থানীয়ভাবে প্রচারণা চালানোর জন্য অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১২। **নিষিদ্ধ কার্যক্রম প্রতিকারের জন্য নির্বাচন কমিশনের পদক্ষেপ গ্রহণ:** আচরণ বিধিমালার বিধান অনুসারে নির্বাচন পূর্ব সময় বলতে **জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন কিংবা কোন শূন্য আসনে নির্বাচনের ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক নির্বাচনি তফসিল ঘোষণার দিন হতে নির্বাচনের ফলাফল সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত সময়কালকে** বুঝায়। তাই নির্বাচনপূর্ব সময়ে প্রার্থীকে বা তার পক্ষে কোন ব্যক্তিকে আচরণ বিধিমালার বিধানাবলী অবশ্যই কঠোরভাবে প্রতিপালন করতে হবে। সম্ভাব্য সকল প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা কঠোরভাবে প্রতিপালনের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচন কমিশন হতে মাঠ পর্যায়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। উক্ত নির্দেশনার মাধ্যমে ইতোমধ্যে সাঁটানো পোস্টার তুলে ফেলাসহ উক্তরূপ যেকোন বস্তু সরিয়ে ফেলার জন্যও বলা হয়েছে।

১৩। **আচরণ বিধিমালাঃ** জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর জন্য পালনীয় **সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮** অনুসারে বিধানসমূহ পরিপালন করতে হবে।

২৬/১১/২০২৩

মোঃ আতিয়ার রহমান
উপসচিব
নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা
ফোন: ৫৫০০৭৫২৫ (অফিস)
E-mail: sasemc1@gmail.com

প্রাপক

১। বিভাগীয় কমিশনার, ...ও রিটার্নিং অফিসার
২। জেলা প্রশাসক, ...(সকল) ও রিটার্নিং অফিসার

নং-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০২০.২৩-৭৫১

তারিখঃ ১১ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ / ২৬ নভেম্বর ২০২৩

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
৩. সিনিয়র সচিব, ... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৪. প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
৫. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৬. সচিব, আপন বিভাগ/জন বিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা
৭. সচিব, ... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৮. মহাপরিচালক, বিজিবি/আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)/কোস্টগার্ড, ঢাকা
৯. মহাপরিচালক (গ্রেড-১), জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১০. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১১. বিভাগীয় কমিশনার, ... (সংশ্লিষ্ট)
১২. উপমহাপুলিশ পরিদর্শক, ... (সকল রেঞ্জ)
১৩. পুলিশ কমিশনার, ... মেট্রোপলিটন পুলিশ (সকল)
১৪. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৫. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৬. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ]
১৭. মহাব্যবস্থাপক, ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
১৮. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ... (সকল)
১৯. পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [এ বিষয়ে একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি জারি করিবার অনুরোধসহ]
২০. পুলিশ সুপার, ... (সকল)
২১. উপসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২২. ..... ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার (সংশ্লিষ্ট)
২৩. সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, ... (সকল)
২৪. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ... (সকল) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২৫. জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি, ... (সকল)
২৬. জেলা তথ্য অফিসার, ... (সকল)
২৭. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

২৮. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব ..... এর একান্ত সচিব নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

২৯. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

৩০. সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব ..... (সংশ্লিষ্ট), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা

৩১. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার, ... (সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার

৩২. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার..... (সকল)

৩৩. অফিসার-ইন-চার্জ, ... (সকল)

৩৪. নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সকল কর্মকর্তা।

২৮/১২/২০২৬

মোহাম্মদ মোরশেদ আলম
সিনিয়র সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়-০১ শাখা
ফোন: ০২-৫৫০০৭৬১০
E-mail: sasemc1@gmail.com